অপরাধ ও রাজনীতি

eisamay.indiatimes.com

১৭.০৫.২০২০

ভারতীয় রাজনীতি যে উত্তরোত্তর অপরাধ জগতের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়ছে দেশের নাগরিকরা দীর্ঘ দিন ধরেই তা তাঁদের দৈনন্দিন অভিজ্ঞতা থেকেই উপলব্ধি করে আসছেন। পাড়ার দাদাটির সঙ্গে যে স্থানীয় কাউন্সিলর, বিধায়ক এমনকী সাংসদেরও কোনও না কোনও ভাবে যোগাযোগ আছে, দলমত নির্বিশেষে রাজনীতিকদের বিরুদ্ধে এমন অভিযোগ যে কোনও এলাকায় একটু কান পাতলেই শোনা যাবে। দু' বছর বা তার বেশি সময়ের জন্য কারাবাসে দণ্ডিত হলেই সাংসদ, বিধায়ক ও বিধান পরিষদের যে কোনও সদস্যের সদস্যপদ খারিজ হবে এবং পরবর্তী ছয় বছর নির্বাচনে লড়তেও পারবেন না– সুপ্রিম কোর্টের এই রায় স্বাগত। এর ফলে যে ভারতীয় রাজনীতিকদের মধ্যে অপরাধ জগতের সঙ্গে যোগাযোগ রাখার প্রবণতা রাতারাতি উধাও হয়ে যাবে তা মনে করার কোনও কারণ নেই। কিন্তু তা সত্ত্বেও আদালতের এই রায় রাজনীতিকে অপরাধ মুক্ত করার পথে এটি ছোটো হলেও অত্যন্ত জরুরি প্রথম পদক্ষেপ। বস্তুত এই রায় কার্যকর হওয়ার ফলে সাংসদ ও বিধায়করা তাঁদের পদ হারাতে থাকলে এ নিয়ে একটি জোরালো জনমতও গড়ে উঠবে বলে আশা করা যায়। শুধু সাধারণ নাগরিকদের দৈনন্দিন অভিজ্ঞতাই নয়, সাম্প্রতিক পরিসংখ্যান থেকেও স্পষ্ট হয় ভারতে রাজনীতি–অপারধের গাঁটছড়া কোন পর্যায়ে পৌঁছেছে। এ নিয়ে দীর্ঘ গবেষণার পর একটি অসরকারি সংস্থা সম্প্রতি জানিয়েছে, ২০০৪ থেকে ২০১৩ পর্যন্ত সংসদ ও বিভিন্ন বিধান সভায় নির্বাচিত ৬২৮৪৭ জন সাংসদ ও বিধায়কদের মধ্যে ১৮ শতাংশের বিরুদ্ধে ফৌজদারি মামলা রয়েছে এবং ৮ শতাংশের বিরুদ্ধে সেই মামলা হয়েছে অত্যন্ত গুরুতর অপরাধ সংঘটিত করার অভিযোগে। এই সব অভিযোগের মধ্যে খুন, রাহাজানি থেকে অশ্লীল ক্রিয়াকলাপ পর্যন্ত কিছুই বাকি নেই। দু'বছর তো দূরের কথা, সংস্থাটির রিপোর্টে দেখা যাচ্ছে অভিযোগ প্রমাণিত হলে তাঁদের অনেকেরই ২০ বছর পর্যন্ত কারাবাস হতে পারে। ভাবলে স্তম্ভিত হতে হয় এই সব দাগি অপরাধীদের মধ্যে অনেকেই দেশের আইন প্রণয়নের সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ প্রক্রিয়ার সঙ্গে সরাসরি যুক্ত।

আদালতের এই ঘোষণা হওয়া মাত্র প্রায় সব ক'টি রাজনৈতিক দল এর বিরোধিতা করার সিদ্ধান্ত নেয়। বস্তুত একটি সর্বদলীয় বৈঠকে রাজনৈতিক দলগুলি একে সংসদের উপর আদালতের খবরদারি হিসাবে বর্ণনা করে সংবিধানের জনপ্রতিনিধি আইনে সংশোধনের দাবি তোলে। এই বিরোধিতা কেন স্বাভাবিক ওই অসরকারি

সংস্থাটির প্রকাশিত তথ্য থেকেই তা স্পষ্ট হয়। এতে দেখা যাবে, প্রতিটি প্রধান দল এই ব্যাধিতে আক্রান্ত। উদাহরণস্বরূপ কংগ্রেসের ২৪৫১ জন সাংসদ ও বিধায়কদের মধ্যে ২২ শতাংশের বিরুদ্ধে ফৌজদারি মামলা রয়েছে। বি জে পি-র ক্ষেত্রে ওই হার ৩১ শতাংশ। সি পি আই (এম)-এর ক্ষেত্রে ২১ শতাংশ। তৃণমূল কংগ্রেসের ক্ষেত্রে ৩২ শতাংশ। সমাজবাদী পার্টির ক্ষেত্রে ৪৩ ও বহুজন সমাজ পার্টির ক্ষেত্রে ৩৫ শতাংশ। শুধু এটুকুই নয়, অপরাধজগতের সঙ্গে রাজনীতিকদের যোগাযোগের ফলে সব দলেরই কিছু কিছু সাংসদ ও বিধায়কের রোজগার বিগত এক দশকে কী অস্বাভাবিক ভাবে বেড়েছে রিপোর্টে উঠে এসেছে সেই ছবিও। এবং এক্ষেত্রেও প্রায় প্রতিটি রাজনৈতিক দলই এ দোষে দুষ্ট। সৌভাগ্যের বিষয় আদালতের এই রায়ের বিরোধিতা করলে আসন্ন লোকসভা নির্বাচনের আগে জনমানসে তার কী বিরূপ প্রতিক্রিয়া হতে পারে তা আশঙ্কা করেই শেষ পর্যন্ত কংগ্রেস ও বিজেপি উভয় দলই নিজেদের সংযত করেছে। আদালত দীর্ঘ প্রত্যাশিত শুরুটি করে দিয়েছে, এবার প্রয়োজন কোনও প্রকার অপরাধের সঙ্গে যুক্ত থাকা কোনও ব্যক্তিকেই নির্বাচনে ভোট না দেওয়ার পক্ষে ব্যাপক জনমত গঠন।